টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গীপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

আধুনিক
ডিজাইনের
= বিয়ের =
কার্ড
পণ্ডিত-প্রেসে পাবেন।

৫৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ— ২৭শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৭৭ ইং 10th June. 1970 | ৪র্থ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া ও থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

PATENT NO.

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বাজার অপেক্ষা সুবিধায় সর্ব্বপ্রকার
'বেবীফুড' পাওয়া যায়
কর্ম্মাধ্যক্ষ—খেলা ঘর
রঘুনাথগঞ্জ চাউলপটী, মুর্শিদাবাদ

স্টুডেন্টস ফেভারিট

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

থানার দরবারে ব'হে আনে সামিয়ানা,
চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ—সবই এদের আনা,
এদেরি দৌলতে রান্না হয় খানা,
তার একটি দানা এদের পড়ে না উদরে ॥

—দাদাঠাকুর

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৭শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন ১৩৭৭ সাল।

॥ হাসেন অন্তর্যামী ॥

এ রাজ্যে রাজ্যের অশান্তি। এখানে ১৯৬৭-এর সাধারণ নির্বাচন অথবা ১৯৬৯ এর মধ্যবর্ত্তী নির্বাচন কিংবা যুক্তফ্রন্ট সরকারের শপথগ্রহণের দিনটি শুভ কি অশুভ ছিল জানি না, তবে সেই সময় হইতে কত না ঘটনা ঘটিল এবং আজও ঘটিতেছে! দ্রুতগতি চলচ্চিত্রের মত নানা ঘটনাপ্রবাহ জনগণের চোখে পড়িতেছে আর তাহাদিগকে এমন এক বিহ্বল অবস্থায় আনিয়া দিতেছে যাহা মুখের কথায় বুঝান যায় না।

মাননীয় রাজ্যপাল যেদিন ভরতের ন্যায় এই রাজ্যের দুর্বহ বোঝার ভার বহনে স্বীকৃত হইলেন, সেদিন আশা করা গিয়াছিল, বুঝিবা এইবার জনগণের ভাগ্যাকাশে সৌভাগ্য-সূর্যের উদয় হইবে। কিন্তু বাস্তবে কি তাহা হইয়াছে? পশ্চিমবঙ্গে এখন সন্ত্রাসের রাজত্ব, চরম অনিশ্চয়তাপূর্ণ জনজীবন। লুঠ, হত্যা, খুন, জখম এখন চমকপ্রদ ঘটনা নয়, দৈনন্দিন অপরিহার্য কার্য-বিশেষ। একধারে পুলিশ, অন্যধারে মতবিশেষ অনুসারে নকশালী কাণ্ড বা অপর রাজনৈতিক দলের হুজ্জৎ। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বলি হইতেছেন এক শ্রেণীর দুর্ভাগা; তাঁহারা কেষ্ট-বিষ্টু কেউ নন। নিগৃহীত হয় সাধারণ মেহনতী মানুষ। গুণ্ডাদের রণতাণ্ডব এই সুবাদে একটা হিল্লা পাইয়াছে। মালদহ জেলার কালিয়াচক থানাধীন সুজাপুরমণ্ডাই গ্রামে পুলিশ ও গুণ্ডাদের কাণ্ড যত চাপাই পড়ুক না কেন, ইহার দুর্গন্ধ কিছু কিছু ছড়াইয়াছে। রাজ্যপালের শাসনে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ (সি, আর, পি) আমদানী করা হইয়াছে। উদ্দেশ্য শান্তিরক্ষা। শান্তি যাহা রক্ষা করা হইতেছে, তাহার খবর প্রতিদিনের সংবাদ-পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় মিলিতেছে। নকশালী কার্যকলাপ বা সি, পি, এম দৌরাত্ম্য প্রভৃতি বুলি নিত্যকার ব্যাপার। ডাকাত-গুণ্ডা-সমাজবিরোধীদের বড় সুবিধা। কারণ তাহাদের আর পৃথক পরিচিতি উপর মহল বর্তমানে হয়ত স্বীকার করিতে চাহেন না। প্রশাসনিক চরম ব্যর্থতা আর কিসে পাওয়া যাইবে? খুব সম্প্রতি বহরমপুরে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের উপর সি, আর, পি-এর যে ভালবাসা বিনিময় হইয়াছে, তাহার খবর প্রতিটি বঙ্গবাসী জানেন। প্রতিবাদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা গিয়াছে।

১৯শে মার্চ হইতে দীর্ঘদিন কাটিয়াছে উপদেষ্টা, মুখ্যসচিব ইত্যাদি নিয়োগের অবনিবনায় ও টালবাহানায়। শিক্ষাদপ্তর দীর্ঘকাল যাবৎ লালফিতা খোলেন নাই। এখনও বহু স্থানে সরকারী অনুদান যায় নাই। ফলে বিদ্যালয় কর্মিগণ চরম অসুবিধার সম্মুখীন। বিগত কয়েক বৎসর হইতে সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলি আপন আপন দেনাপাওনার হিসাব সরকারী মহল হইতে পাই নাই; ফলে কাজকর্ম একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে চলিতেছে। ১৩৬২ সাল হইতে জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত। বড়দের কথা স্বতন্ত্র। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মধ্যস্বত্ব ভোগীরা আজও ক্ষতিপূরণ না পাইয়া চরম সঙ্কটপূর্ণ অবস্থায় দিনপাত করিতেছেন। কংগ্রেস সরকার ইহাতে আঠার বছরে মাস করিয়াছেন; যুক্তফ্রন্ট সরকার কাজে নামিতে না নামিতে পারস্পরিক কোন্দলে বাজিমাৎ করিলেন। রাজ্যপালের শাসনে কি হয় দেখা যাক। রাজ্যে টাকার অভাব খুব। কিন্তু ছয় ও হয়ত পরে আরও তিন—এই মোট নয় ব্যাটালিয়ন সি, আর, পি পুষিতে মাসে প্রায় নয় লক্ষ টাকা খরচ। দিতে হইবে পশ্চিমবঙ্গকেই। রাজ্যের পুলিশ-বাহিনী সব সি, পি, এম হইয়া গিয়াছেন নাকি?

মুনাফাবাজরা গুঁৎ পাতিয়া আছে। সরিষার দাম মিটানর অছিলায় নাকি বহু তেল কল বন্ধ। গোপনে মজুত তেলে ফাট্‌কা নৃত্য চলিবে; কলের শ্রমিকদের 'নাই কাজ থই ভাজ' ব্যবস্থা। এর পর চাল-ডাল-কেরোসিন গোপন পথে পা বাড়াইতেও পারে। অর্থাৎ জনজীবন দুর্গতির গভীরে নামিতে কতক্ষণ।

সমাজতন্ত্রের কথা শ্রীমুখের বাণী। প্রগতিশীলতার জয়গান, মেহনতী মানুষের জন্য দরদ জনসভায় হাততালি পাইবার পন্থা। রাজ্যে চৌদ্দ মাত্রার ভাগ এখন আট-ছয়ে। আট চান "স্বাধীন অন্তর্বর্তী নির্বাচন"; ছয় চান মধ্যবর্তী নির্বাচন। শুধু জিদ ও ফাঁকা কথার লড়াই। তাই

আট ভাবে আমি দেব, ছয় ভাবে আমি;
কেন্দ্র ভাবে আমি দেব, হাসেন অন্তর্যামী।

প্রশ্ন: পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাচ্যুত যুক্তফ্রন্টের চৌদ্দ দল আবার আট-ছয় এ ভাগ হয়ে কি মতলব আঁটছেন বলুন তো?

উত্তর: রাজ্যকে নয়-ছয় করার ফন্দী।

* * *

রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় কোচবিহারে বলেছেন যে, সি, পি, এম-এর সঙ্গে মোরচা গঠন মানেই দেশের সর্বনাশ ডাকা।

শ্রীমুখোপাধ্যায়ের সি, পি, এম রসায়ন!

* * *

সিংহলের সপ্তম সাধারণ নির্বাচনে শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়কের জয় হইয়াছে।

অতঃপর তিনি (সিংহল) দ্বীপ-নায়িকা তথা (কলম্বো) বন্দরনায়িকা।

* * *

শহরের প্রায়ই বাড়ীর দেয়ালে রাজনৈতিক দলগুলোর নানা কথার ছড়াছড়ি।

'এই শহরের দেয়ালে দেয়ালে যা লেখা—গুল সবই গুল'।

* * *

'জাহাজে আন্দামান গমনেচ্ছুদের দুর্ভোগ'—সংবাদ।

আগে হত অপরাধীদের দ্বীপান্তর যাত্রায় আর এখন হচ্ছে ভ্রমণকারীদের দ্বীপান্তর গমনে।

* * *

মেলবোর্ণের খবরে জানা যায় যে, বিলি ওরটন নামে এক তরুণ ফুটবলার গোল দিয়ে গোল-কীপারের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মারা যান।

আপন জীবন বিলিয়ে ওরটন দেখালেন বল ও খেলোয়াড়—উভয়ের গোলে (লক্ষ্যস্থল) কত তফাৎ। প্রথমটি ফিরে পাওয়া যায়, দ্বিতীয়টিকে কোন দিনই নয়।

ধর্ম্মঘটের অবসান

গত ৮ই জুন সোমবার মুর্শিদাবাদ জেলার সরকারী কর্ম্মচারীদের এগারদিনের ধর্মঘটের অবসান ঘটেছে। সরকারী কর্ম্মচারীগণ জেলা সরকারী কর্ম্মচারী কো-অর্ডিনেশন কমিটি বাতিল এবং ১২ই জুলাই কমিটির নামে দলবাজীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। তাঁরা আওয়াজ তুলেছেন "সি, পি, এম দালাল কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতারা ফিরে যাও।" কো-অর্ডিনেশন কমিটির বিরুদ্ধে সভা হয়। একটানা এগারদিন ধরে ধর্মঘট চালিয়ে শেষে বিনাসর্ত্তে কাজে যোগ দেবার কো-অর্ডিনেশন কমিটির নির্দেশ কর্ম্মচারীদের বিস্ময়ে বিমূঢ় করে দেয়।

দীর্ঘ এগারদিন ধরে মুর্শিদাবাদ জেলার সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারী ধর্মঘট করার ফলে কোন সরকারী কাজকর্ম্ম হয়নি। গরীব কর্ম্মচারীরা মাসিক বেতন পাননি—আবার ছোট খাট ব্যবসায়ী, চাষী পেন্সন-ভোগী সকলের অবস্থায় শোচনীয়। আদালত বন্ধ, রেশন-ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত, মামলা মোকর্দ্দমার জন্য বাদী-বিবাদীর অহেতুক অর্থ নষ্ট। সরকারী কর্ম্মচারিগণ এগার দিন ধর্মঘট করলেন বটে কিন্তু সাধারণ মানুষের দুর্গতি কম হলো না।

রাস্তা না অন্য কিছু ?

রঘুনাথগঞ্জ তরিতরকারীর ও মাছের বাজারের উত্তর দিকের মিউনিসিপ্যাল রাস্তার খানিকটা অংশের যে কি অবস্থা তা প্রত্যেক পথচারীই জানেন। বাজারের মধ্যে স্থান না পেয়ে কিছু সংখ্যক বিক্রেতা অনেকদিন থেকে এই রাস্তার দু'পার্শ্বে নিজেদের পণ্যদ্রব্য রেখে বিক্রয় করে। বিক্রেতাগণ নিজেদের সুবিধার জন্য রাস্তা থেকে হরদম ইট তুলে নেয়। এই রকম ভাবে ইট তোলার ফলে আজ রাস্তার কিছুটা অংশ গর্ত্তে পরিণত হয়েছে। এই অবস্থায় পথচারীকে রাত্রির অন্ধকারে পথ চলতে বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়। গরুর গাড়ী, রিক্সা যাতায়াতেও অসুবিধা হয়। এ বিষয়ে অবিলম্বে প্রতিকারের জন্য আমরা স্থানীয় মিউনিসি-প্যালিটির চেয়ারম্যান মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ধুমপান, মশার কামড় বন্ধ হল না

জঙ্গিপুরে অবস্থিত গণেশ টকিজে বেপরোয়া ভাবে আইন অমান্য হ'য়ে চলেছে। এখানে সিনেমা হল উদ্বোধন হওয়ার পর থেকেই প্রত্যহ শো চলাকালীন সিনেমা হলের ভিতরে ধূমপান একটা চিরাচরিত রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সিনেমা হলের কর্ত্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে জানালে ওরা বলেন—'দর্শকে না শুনলে আমরা কি করবো।' এটাই কি তাঁদের শেষ কথা? বিড়ির ধোঁয়ায় যেখানে দর্শকদের চোখে জল বেরিয়ে আসে, মশার কামড়ে আসনে বসে থাকা অস্বস্তিকর হয়। সেখানে কর্ত্তৃপক্ষ এবং মাননীয় মহকুমা-শাসকের কি কিছুই করার নেই?

গৃহনির্ম্মাণ উপযোগী জমি বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জস্থ পুরাতন হাসপাতালের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বসত বাড়ী করার উপযুক্ত আড়াই বিঘা আম বাগানের জমি কাঠা হিসাবে বিক্রয় হইবে। নিম্নের ঠিকানায় দেখা করুন।

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, রঘুনাথগঞ্জ
(আদালত কাছারীর সন্নিকট)

॥ একটি আলোচনা ॥

শিশু মন যেন নির্ঝর। ফোয়ারার মত উচ্ছ্বসিত হয় তার অন্তরলোক হতে অজস্র জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসা হতে জন্ম নেয় সত্যকে চেনা ও জানার আগ্রহ এবং নিষ্ঠা। কিন্তু সব জিজ্ঞাসা সত্যের কষ্টিপাথরে যাচাই হয় না তাই শিশুর জীবনে ঘটে কখনও বিড়ম্বনা কখনো বিভ্রান্তি। ছোট শিশুর জিজ্ঞাসা ছোট্ট। তাই ব'লে উপেক্ষণীয় নয় বরং আদৃত এবং অভ্যর্থিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেন না শিশুর ছোট ছোট প্রশ্নের মধ্যে অজানাকে জানার আগ্রহ গড়ে উঠে, বলতে পারি, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। সেই জিজ্ঞাসার নিরসনে যদি ভুলের গোঁজা-মিল থাকে তা হলে তা আগ্রহী শিশুর জিজ্ঞাসু-মানসিকতায় চরম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং যার ফলে তার ভাবী জীবনের বনিয়াদ দুর্ব্বল এবং অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে।

শিশু ছোট বলে তার জিজ্ঞাসা সব সময় ছোট নয়। বড়দের এখানে কর্ত্তব্য দায়িত্বপূর্ণ। এই দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার অর্থ, বোধ করি, শিশু মনকে পঙ্গু করে রাখা। তাই শিশুর প্রশ্নে বিরক্ত না হয়ে যথাযথ উত্তর দেবার চেষ্টা করতে হয় এবং তার মনে প্রশ্নের নানা বীজ ছড়াতে হয়। এ থেকেই শিশু মনে মাথা তুলবে অনেক অনেক প্রশ্নের চারা। আর এই চারার সুষ্ঠু লালনে নির্ভর করবে ভাবী দিনের সম্ভাবনার মহীরুহ।

শিশু মনে আগ্রহ জাগানোর মাধ্যম ছোট ছোট গল্প এবং কথোপকথন। আমাদের দেশে ঈশপের গল্প, নীতি কথা ও কথামালার নানান গল্পে কথার মাঝে নীতির কথা বলা হয়েছে। শিশু কথা শিখেছে, কাহিনী শিখেছে, আর তার উপরে শিখেছে নীতিকথা।

এই রকমের একটি বই শ্রীঅবনীকুমার রায় মহাশয়ের 'দাদুর গল্পো'। এই বই খানিতে শিশুর অনুসন্ধিৎসা যেমন জাগানো হয়েছে কথায় কথায়, তেমনি শিশুর মনসিজ—প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিয়ে পরিতৃপ্ত করার চেষ্টা হয়েছে শিশুর জিজ্ঞাসু মনকে। শিশুমন অশান্ত আর তার প্রশ্নও অশ্রান্ত। তার মনের বৃন্তে অনেক প্রশ্নের কুঁড়ি। বড়দের দায়িত্ব সেই বিকচোন্মুখ কুঁড়িকে ফুটিয়ে তুলতে

সাহায্য করা। 'দাদুর গল্পে' লেখক তাঁর সে দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছেন।

দাদুর গল্প নীতির গল্প নয়—জ্ঞানের গল্পও। মনীষীদের জীবন পারাবার হতে কুড়িয়ে আনা জীবনসত্যের এক একটি অমূল্য মুক্তা। শিশুর চরিত্র গঠনে এদের প্রভাব অনেকখানি। লেখকের 'যারে রাখে সেই রাখে,' 'অপচয়,' 'গাছের প্রাণ,' 'ভয়,' 'রসগোল্লা,' 'মাতৃভক্তি,' 'ঘেন্না,' 'দানের আনন্দ'—ঠিক সেই ধরণের গল্প। এ শুধু গল্প নয়—এ জীবনের চর্য্য বস্তু। মনীষী-মনের সঙ্গে শিশু মনের পরিচয় সাধন করতে গিয়ে লেখক যে সমস্ত মনীষী-জীবন হতে ঘটনা ও বিষয় নির্ব্বাচন করেছেন তা নিঃসন্দেহে অন্বর্থ ও উদ্দেশ্যানুগ হয়েছে। 'দাদুর গল্পো' শুধু শিশুদের গল্প নয়—বড়দেরও।

—ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়

একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা

বহরমপুর কালেক্টরী ক্লাবের উদ্যোগে গত ১৬ই হইতে ২৩শে মে ১৯৭০ পর্য্যন্ত স্থানীয় টেক্সটাইল কলেজ মঞ্চে বিপুল উদ্দীপনার সহিত সারা বাংলা একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হইল। এই প্রতিযোগিতায় বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন নাট্য সংস্থা অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে নৈহাটীর যাত্রিক গোষ্ঠীর 'এক যে ছিল রাজা' নাটকটি সামগ্রীক নৈপুণ্যের জন্য প্রথম, বহরমপুরের ছান্দিক নাট্যগোষ্ঠীর "আসামী হাজির" নাটকটি দ্বিতীয় ও মালদহ ড্রামাটিক ক্লাবের "বিস্ফোরিত বিবর" নাটকটি তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। এছাড়া বহরমপুরের প্রান্তিক গোষ্ঠীর "তাহার নামটি রঞ্জনা" নাটকে কৌশিক চরিত্রে শ্রীপ্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, মালদহ ড্রামাটিক ক্লাবের 'আগন্তুক দিন" নাটকে সুমনা চরিত্রে শ্রীমতী নির্মলা বর্মণ শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী, বহরমপুরের ছান্দিক নাট্য গোষ্ঠীর 'আসামী-হাজির' নাটকে পেশকার চরিত্রে শ্রীকিশলয় সেনগুপ্ত শ্রেষ্ঠ কৌতুকাভিনেতা। "এক যে ছিল রাজা" রচয়িতা শ্রীরবীন্দ্র ভট্টাচার্য্য শ্রেষ্ঠ নাট্যকার (পাণ্ডুলিপি) ও ঐ নাটকের শ্রীসৌরীন্দ্র ভট্টাচার্য্য শ্রেষ্ঠ পরিচালক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই প্রতিযোগিতায় ডাঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য্য, নাট্যকার শ্রীমনোরঞ্জন বিশ্বাস ও অধ্যাপক শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা বিচারকের আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

— সংবাদদাতা

NOTICE

It is notified for general information of the public that the R. T. A., Murshidabad, in its meeting held on 29 4. 70, vide resolution No. 20, has decided to grant the temporary addl. trips on a permanent basis against vehicle Nos. WGQ 866 and 813 plying on the route Raghunathganj to Moregram.

Representation to this effect under section 57 of the M. V. Act, 1939, will be received by the undersigned upto 30. 6. 70.

The date, time and place at which the representations received, if any, will be considered by the R. T. A, Murshidabad, will be intimated in due course.

Sd/- A. C. Chakraborty,
Secretary.
R. T. A., Murshidabad.

Dist. Inf. Office/M. Advt. No. 11

লাল পতাকা

সম্প্রতি জঙ্গিপুর কলেজ হোষ্টেলের মাথায় লাল পতাকা দেখা যায়। এই পতাকা কয়েকদিন উত্তোলিত ছিল বলে প্রকাশ। ছাত্ররাই ওই পতাকা নামিয়ে দেয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় জনগণের ধারণা এই লাল পতাকা উত্তোলন হোষ্টেলের নকশালপন্থী সমর্থিত ছাত্রদের কাজ।

বিস্মৃত অতীত থেকে

আজ থেকে এগার বছর পূর্ব্বে পূজনীয় পিতৃদেব স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয় 'জঙ্গিপুর সংবাদে' "ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর নয়া বর্ষে নয়া বক্তৃতা স্বপন (স্বপণ নহে)" শিরোনামা দিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। আমরা সেই বিস্মৃত অতীতকে আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম।

—সম্পাদক

স্বাধীনতা লাভের পূর্ব্বে যখন পণ্ডিত জহরলাল স্বাধীন হইলে প্রথমেই কি সুখের আমদানী করিবেন, সেই পাঁয়তারা করিয়া বক্তৃতা করিতেন, তখন তিনি জোর গলায় শুনাইতেন—স্বাধীন হইয়া প্রথম যত কালবাজারী ও খাদ্যে ভেজালদার লোক আছে তাদের ধরে ধরে নিকটস্থ আলো জ্বালানো খুঁটিতে (light post) ঝুলাইবেন—এ ভাষণ এখনও লোকের মনে আছে। সরকারী রেশনের চাউলে কাঁকর ভেজাল কাহারা দেয়, তা তিনি অবগত আছেন। এই ভাষণকে স্বপন বলা যায় না তিনি জাগ্রত অবস্থায় এই পণ করিয়াছিলেন ইহা স্বপন নয় স্ব-পণ।

নিজের খেয়ালে ১২ বৎসর কাল দেশের টাকা খোলাং কুচির মত উড়িয়ে পরের ঘরে ধার ক'রে দেনাদার হ'য়ে সুস্থ ভারত রাজ্যের দরিদ্র নাগরিকদের বিনা কারণে পাকীস্তানের অত্যাচারী শাসকদের খপ্পরে ফেলিয়া দান শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া পশ্চিম বাংলা বিধান মণ্ডলীতে আক্কেল-গুড়ুম লাভ করিয়া রাষ্ট্রপতির মারফতে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হইয়া আগামী নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত ঝোঝুল্যমান অবস্থায় থাকিতে হইবে। এখনও যে নূতন নূতন নির্লজ্জ ভাষণ দিয়া অশিক্ষিত দেশে বাহবা প্রাপ্তি হয় ইহাই আশ্চর্য্য ভাগ্যলিপি।

চোরের মৃত্যু

দিন কয়েক পূর্ব্বে রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত পশই গ্রামে শ্রীভিকু দাসের ঘরে সিঁদ কাটার সময় একজন চোর ধরা পড়ে। জনতার প্রহারে তাহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। সে একজন দাগী চোর। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে

বিদ্বেষ সৃষ্টির জন্য বর্ধিত শাস্তির ব্যবস্থা

অপরাধসমূহ আদালতগ্রাহ্য ও জামিনের অযোগ্য হিসাবে বিধিবদ্ধ

১৯৬৯ সালের ফৌজদারী ও নির্বাচনবিধি (সংশোধন) আইনের অন্তর্ভুক্ত ভারতীয় দণ্ডবিধির এক সংশোধনীতে বলা হয়েছে যে, মৌখিক বা লিখিত কথার দ্বারা বা সংকেতের সাহায্যে, অথবা দৃশ্যমান বর্ণনার মাধ্যমে কিংবা অন্য কোনো উপায়ে কেউ যদি ধর্ম, বংশ, জন্মস্থান, বাসস্থান, ভাষা, জাতি বা সম্প্রদায় কিংবা অন্য যে কোন কারণে বিভিন্ন ধর্মীয়, বংশীয়, ভাষা বা আঞ্চলিক জনগোষ্ঠী বা জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্য অথবা শত্রুতা, ঘৃণা বা বিদ্বেষের ভাব উদ্রেক করে কিংবা উদ্রেক করতে সহায়তা করে অথবা এমন কোনো কাজ করে যা বিভিন্ন ধর্মীয়, বংশীয়, ভাষা বা আঞ্চলিক জনগোষ্ঠী, জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষার পক্ষে ক্ষতিকারক হয় এবং যে কাজ জনগণের শান্তি বিঘ্নিত করে বা করতে পারে, তা হলে তাকে তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। তাছাড়া, কোনো উপাসনা স্থলে বা ধর্মোপাসনায় রত কোনো জনসমাবেশে অথবা কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কেউ যদি উপরে বর্ণিত অপরাধ করে তা হলে তাকে পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে এবং সেই সঙ্গে তার অর্থদন্ডও হতে পারে।

সংশোধিত আইনে এও বলা হয়েছে যে, ধর্ম, বংশ, জন্মস্থান, বাসস্থান, ভাষা, জাতি বা সম্প্রদায় অথবা অন্য কোন কারণে বিভিন্ন ধর্মীয়, বংশীয়, ভাষা বা আঞ্চলিক জনগোষ্ঠী বা জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে শত্রুতা, ঘৃণা বা বিদ্বেষের ভাব সৃষ্টি করতে পারে বা বৃদ্ধি করতে পারে অথবা সেই অভিপ্রায়েই কেউ যদি গুজব বা আতংকজনক কোনো বিবৃতি বা প্রতিবেদন রচনা করে, প্রকাশ করে কিংবা প্রচার করে তা হলে তাকেও তিন-বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে ; উপরন্তু, কোনো উপাসনাস্থলে বা ধর্মোপাসনায় রত কোনো জনসমাবেশে অথবা কোন ধর্মীয়, অনুষ্ঠানে কেউ যদি উপরে বর্ণিত অপরাধ করে তা হলে তাকে পাঁচবছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে এবং সেই সঙ্গে তার অর্থদণ্ডও হতে পারে।

ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩ক ধারায় বর্ত্তমানে সংযোজিত অংশের অন্তর্ভুক্ত অপরাধসমূহ আদালতগ্রাহ্য ও জামিনের অযোগ্য অপরাধ হিসাবে বিধিবদ্ধ হয়েছে। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯৬ ধারা মতে জেলাশাসকগণের উপর এই সব অপরাধ সম্পর্কে মামলা দায়ের করার উপযুক্ত ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে।

ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩ক ও ৫০৫ ধারার আওতাভুক্ত উপাসনাস্থলকে আপত্তিজনকভাবে ব্যবহার করার অপরাধে দন্ডিত ব্যক্তিকে ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৮ ধারার (১) উপধারামতে জনপ্রতিনিধিত্বের অযোগ্য বলে গণ্য করা হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত জেলা তথ্য (মুর্শিদাবাদ) বি-১৪ (৮)

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস ০ কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84-B

ডাবর আমলা কেশ তৈল

কেশ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে ও ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলিঃ

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

আর. পি. ওয়াচ কোং

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — জেলা মুর্শিদাবাদ।

ছোট বড় যে কোন ঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি ও হাতঘড়ি সুলভে নির্ভরযোগ্য মেরামতের জন্য আর. পি. ওয়াচ কোং র দোকানে পাঠিয়ে দিন। বিনীত—শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভকত

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

পামারি

চুলকুনি ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

কবিরাজ শ্রীরোহিনীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য সডাক ৪·০০ চারি টাকা, শহরে ৩·০০ তিন টাকা, প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।

বিজ্ঞাপনের হার :—প্রতিবার প্রতি লাইন ৭৫ পয়সা। প্রতিবার প্রতি সেন্টিমিটার ১·৫০ এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা, পূর্ণ পৃষ্ঠা ৮০·০০ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৪৫·০০ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ২৫·০০ টাকা। চারি টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)